‘প্রাথমিকে নিয়োগপ্রত্যাশীদের প্রতি সহানুভূতি আছে, প্রশাসনিক উদ্যোগের সুযোগ নেই’

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বিষয়ে ‘সহানুভূতি’ থাকলেও আদালতে মামলা চলমান থাকায় প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ এখন নেই বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

তিনি গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তিন দিনব্যাপী ডিসি সম্মেলনের শেষদিনে ডিসিদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

গণশিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আইনি কাঠামোতেই আমাদের কাজগুলো করেছি। সেই হিসেবে তারা যেটা চাচ্ছেন তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। কারণ আমরা মনে করছি আমরা আইনসম্মতভাবেই করেছি।’

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে কোটায় নির্বাচিত হওয়া ছয় হাজার ৫৩১ জনের ফল বাতিল করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে উচ্চ আদালত মেধার ভিত্তিতে নতুন করে ফল প্রকাশের আদেশ দিয়েছে।

ওই রায়ের পর থেকেই নিয়োগ বাতিল হওয়া প্রার্থীরা আন্দোলন করে আসছেন। ওই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সম্প্রতি আপিল করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘আদালত থেকে একটি রায় হয়েছে, যেটাতে উনারা ক্ষুব্ধ, আমরা আপিল করেছি। যেহেতু এটি এখন আদালতে বিচারাধীন বিষয়, তাই প্রশাসনিকভাবে আলাদা কোনো উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ নেই।’

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ‘মতামত’ নিয়েই সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল ঘোষণা করা হয়েছে জানিয়ে বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, ‘ফলে আমরা মনে করছি আমরা আইনি কাঠামোতেই আমাদের কাজগুলো করেছি। সেই হিসেবে তারা যেটা চাচ্ছেন তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি রয়েছে।’

ডিসিদের সঙ্গে কী কী আলোচনা হয়েছে– জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা ডিসিদের বক্তব্য শুনেছি এবং আমরা কী করছি, কী করতে যাচ্ছি, সে বিষয়ে তাদের

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

প্রাথমিকে নিয়োগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অবহিত করেছি। জেলা পর্যায়ের কমিটিতে ডিসিরা রয়েছেন।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো নির্মাণকাজ যেন ঠিকমত হয়– সেই বিষয়ে ডিসিদের তদারকি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'অনেক কিন্ডার গার্টেন রয়েছে নীতিমালা অনুযায়ী সেগুলো নিবন্ধিত হওয়া দরকার, অনেকগুলো নিবন্ধিত নয়। সেগুলোর নিবন্ধনের ওপর আমরা জোর দিয়েছি।'

চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিকের ৮৫ শতাংশ বই স্কুলে পৌঁছে গেছে। 'এ মাসের মধ্যেই' স্কুলে স্কুলে সব বই পৌঁছে যাবে।